পাঠক ফোরাম

নিরাপত্তা বিল

গত ২০ জুন শেখ রেহানা ও শেখ হাসিনার আজীবন নিরাপত্তা বিল পাস হয়েছে। এটা জাতির পিতার পরিবার সদস্যগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বিল। তাদের জীবনের নিশ্চয়তা নেই তাই তারা বিশেষ আইনে এ বিল উত্থাপন করে জীবনের নিরাপত্তা বিল পাস করেছেন। এটা তাদের অধিকার। রাষ্ট্র এই নিরাপত্তা দিতে বাধ্য। আমরা যদি বহির্বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব ১৯৬২ সালে জন এফ কেনেডি আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার পরে তার পরিবার এই আইনের আওতায় ছিলো। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর বাজপেয়ি সরকার রাজীব গান্ধীর পরিবারকে এ আইনের আওতায় নিরাপত্তা বিধান করেন। এছাড়া শ্রীলংকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার পিতার মৃত্যুর পর তিনিও এ আইনের অধীনে ছিলেন। তবে কেন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এ আইনের আওতায় থাকতে পারবেন না?

শিল্পী, পপুলার হাউজিং-২
বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

প্রসঙ্গ : এক ঘা ও কতিপয় প্রস্তাব

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ যাবৎ যতগুলো দৈনিক বা সাপ্তাহিকের বিজ্ঞাপন আমাদের দেশের বিভিন্ন বাংলা চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত হয়েছে বা এখনও হচ্ছে এর মধ্যে সাপ্তাহিক ২০০০-এর বিজ্ঞাপনটি সবার নজর কেড়েছে। একটি ছোট্ট, শ্লীল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটা যা বোঝাতে চেয়েছে তা সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু প্রশ্ন, হচ্ছে বিজ্ঞাপনটির সাথে পত্রিকাটির অসামঞ্জস্যতাও প্রকটভাবে লক্ষণীয় নয় কি? কেননা আজকাল একটি দৈনিক খুটখাট করে যাই প্রকাশ করুক না কেন তার অনেক ক্ষেত্রেই ২০০০-এর এক ঘা'র মধ্যে পাওয়া যায় না যা প্রকারান্তরে 'বদলে যাচ্ছে মিডিয়া' নামক নিবন্ধে আশরাফ কায়সার স্বীকার করে নিয়েছেন। সমসাময়িক সমস্যাসমূহের ওপর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা কম থাকে। বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতির ওপরও আলোচনা থাকে দায়সারা গোছের। আর ২০০০-এ সাহিত্যের আকাল তো সর্বজনবিদিত। অল্পকিছু সাহিত্যিকের লেখা দিয়ে ঈদ সংখ্যায় করা হয় সাহিত্যের আয়োজন। তাই ২০০০-এর একজন পাঠক হিসেবে কামনা, ২০০০ উপরোক্ত বিষয়গুলোর ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করবে। তা না হলে 'দৈনিকের খুটখাট ২০০০-এর এক ঘা' গালভরা বুলিতে পরিণত হবে।

তৌসিফ আহমেদ
কুতুবখালী, দনিয়া, ঢাকা-১২৩৬

খোলা চিঠি

গত ২৯ জুন, বর্ষ-৪, সংখ্যা-৭ 'অভিনেতা থেকে নেতা' আসাদুজ্জামান নূরের সাক্ষাৎকারটি সত্যিই প্রশংসিত। ব্যক্তি আসাদুজ্জামান নূর এবং নেতা আসাদুজ্জামান নূর যদি সমান্তরাল চলতে পারেন তবেই দেশের জন্য মঙ্গল। দেশের রাজনীতিতে দুষ্ট চক্ররা এখন প্রবল প্রতাপশালী। হেন কাজ নেই যা তাদের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না এবং হচ্ছে না। এখন 'ভালো' মানুষের খুব আকাল চলছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। যারা আছে তারা মুখ খুলতে সাহস পায় না। নীতি বিবর্জিতরাই আজ সম্মুখ সারিতে। এখন অবস্থা এমন যে সমাজে মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার লুপ্ত প্রায়। নাগরিক অধিকার বলে কিছু আছে তা মনে হয় না। এ সবই হয়েছে শুধু রাজনীতিতে 'নীতি' ও 'মেধা' শূন্যতার জন্য। আর যে সব মেধা আছে তাদের বোল শুধু জি হুজুর, জি হুজুর। নেই কোনো প্রাগতিক চিন্তা বা নেই তার বিকাশ। ভয় একটাই, দলে বিদ্রোহী 'হিরো' হিসেবে রাজনৈতিক মৃত্যু। আর ভয় এ কারণে যে, এসব তথাকথিত নেতাদের পায়ের তলে কোনো মাটি নেই। মাটির সাথে নেই কোনো সম্পর্ক।

পলাশ, বগুড়া

আমি ভোট দেব না

সম্প্রতি বিচারপতি লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। শপথ গ্রহণের পরপরই তিনি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তাঁর দৃঢ়তা আর সততার কারণে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু এই নির্বাচনে প্রার্থী হবেন কারা? প্রার্থী তারাই হবেন, যারা অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী নিয়ে শান্তি(!) মিছিল করে, যারা জনগণের সম্পদ জোরপূর্বক দখল করে, যারা নাইন শুটারগানধারী লিটনদের গডফাদার, যারা সেঞ্চুরিয়ান মানিক বা বাঁধনের লাঞ্ছনাকারী রাসেলদের প্রশ্রয় দেয়, যারা রুচিহীন বক্তব্য প্রদান করে পবিত্র সংসদকে কলুষিত করে, যারা অহরহ হরতাল ডেকে জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে, যারা ৯ বছরের স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে জনগণকে পিষ্ট করেছে, যারা '৭১-এ গণহত্যার ইন্ধন জুগিয়েছিল– এরাই হবে এবারের নির্বাচনের প্রার্থী। এই কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবারের নির্বাচনে আমার কর্তব্য হওয়া সত্ত্বেও আমি ভোট দেব না। হয়তো অনেকে মনে করতে পারেন ভোট না দেয়াটা পেছনের দিকে হাঁটা বা কর্তব্যে অবহেলা, তা সত্ত্বেও আমি আমার সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে বাধ্য। কারণ আমি চাই না আমার ভাইয়ের রক্তের বিনিময়ে, আমার বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে, আমার বাবা-মা'র হৃদয়কে শূন্য করার মাধ্যমে পাওয়া এই দেশের আইনসভায় 'মানুষ নামের কলঙ্ক' আমার দেয়া মূল্যবান ভোটের বিনিময়ে স্থান পাক।

গুল রেহান আনোয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যে যায় লঙ্কায়...

বিগত সময়ে বিএনপি ক্ষমাতসীন থাকাকালে বাংলাদেশের প্রধান বিমানবন্দরটির নাম করা হয়েছে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নামে (জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট), তৎকালীন দেশের বৃহত্তম সার কারখানার নাম করা হয়েছিল তার নামে, চন্দ্রিমা উদ্যানের নাম করা হয়েছে জিয়া উদ্যান, চট্টগ্রামে স্থাপিত হয়েছে জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় শিশু পার্কটির নাম করা হয়েছে জিয়া শিশু পার্ক, বগুড়ায় অবস্থিত মেডিক্যাল কলেজটির নাম করা হয়েছে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হলের নাম করা হয়েছে খালেদা জিয়া হল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসের নাম জিয়া হল। তাছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে জিয়া হল। আওয়ামী লীগ আমলে বঙ্গবন্ধুর নামে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটার, বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্র নগরী, বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, বঙ্গবন্ধু হলসহ আরও অনেক স্থাপনার নাম তার এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে করা হয়েছে। তাছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে বঙ্গবন্ধু হল, ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ইত্যাদি। আসলেই, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।

মনোজ ভৌমিক, ৬৬১, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

সুরা বাকারা

বহুদিন আগে মি. ফারাবীর একটা প্রতিবাদ আমার দৃষ্টি কেড়েছিল। বলা ভালো জবাব দেয়ার মত মানসম্পন্ন ছিল। জনকণ্ঠ থেকে পাওয়া সুরা বাকারা সম্পর্কিত তথ্যটাকে অনেকে সমর্থন করেছেন, অনেকে করেননি। ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে খোদ ধর্মের ধারক-বাহকদের মাঝে দ্বিমত আমার আবার লেখার স্পৃহা নষ্ট করে দিয়েছিল। তবে সৃষ্ট এ বিতর্কের দায়ভার অবশ্যই আমার নয়। তবে শুধুমাত্র সুরা বাকারা সম্পর্কিত তথ্য যদি ভুল হয়ে থাকে, আপনারা যারা তেমনটা দাবি করেছেন, আপনাদের কি উচিত ছিল না তখনকার পত্রিকা, রাজনীতিতে সৃষ্ট এ বিতর্ক নিরসনে পদক্ষেপ নেয়া? তথ্যগুলো লেখা ২০০০টা আমার সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই ঠিক ঠিক লিখতে পারছি না। এতদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন 'ফারুক' আপনার নামের বিকৃতি নয়, এ নামে কেউ একজন আছেন। ২০০০-এর মাধ্যমে কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ধন্যবাদ (যদি সত্যিই ভুল হয়ে থাকে) বিষয়টাকে ফোরামে তুলে ধরবার জন্য। *(এ বিষয়ে আর কোনো লেখা প্রকাশিত হবে না।– বি.স)*

Prince (SH-P)
Box-219

সহনশীলতা

প্রতিহিংসা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অনিষ্টকারীর অনিষ্ট করা। কিন্তু প্রতিহিংসার রাজনীতি মূলত লাভবান হচ্ছে দেশের জনগণ, তাদের দেশপ্রেম ও

টো কা ই

ঐতিহাসিক চেতনায় আঘাত করে। বঙ্গবন্ধুকে দলীয় বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ বিগত ৫টা বছর জনগণকে তার মতাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কথায় কথায় 'বঙ্গবন্ধু', 'স্বাধীনতা বিরোধী', 'প্রতিক্রিয়াশীল' ইত্যাদি বিশেষণ কপচালেই কেউ প্রগতি-শীল, মুক্তিযুদ্ধ চেতনার ধারক হয়ে যায় না। মহান মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যে যাদের অবদান ছিল তাদের কারো অবদানকে খাটো করে দেখবার যেমন অবকাশ নেই, তেমনি দলীয় স্বার্থ উদ্ধারে এদের ব্যবহার করা কোনো সুস্থ রাজনীতির পরিচায়ক হতে পারে না।

আতিকুল ইসলাম আনন
রূপনগর আ/এ, ঢাকা

আর সহিংসতা নয়

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিলো, শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছে। গত কয়েক মাসে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পরস্পরের প্রতি যে যুদ্ধ মনোভাব দেখিয়ে আসছিল গত ১০ জুলাই সংসদের মেয়াদ পূর্তির সময় এই দু' দলের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে এর বিস্ফোরণ ঘটেছে। ফলে জনমনে আশঙ্কার দানা বেঁধেছে যে, পুনরায় দেশের যে কোনো স্থানে যে কোনো মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক গন্ডগোল হতে পারে। বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল কর্তব্য হলো ৯০ দিনের মধ্যে দেশের অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান। আর এই নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তাই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক গুরু দায়িত্ব এটা।

শিশির, শিলা, শাহীন
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

নিরাপত্তা কোথায়?

মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের একই প্রশ্ন। দেশের রাজনীতিক থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্রসহ আপামর জনসাধারণের একই কথা– আমাদের জানমালের নিরাপত্তা কে দেবে? আজকাল মানুষ রাস্তাঘাটে বের হতে সাহস পায় না সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজদের ভয়ে, মেয়েরা স্কুল-কলেজে যেতে পারে না বখাটে যুবকদের ভয়ে। তাহলে আমরা যাব কোথায়? এরা এমনই ভয়ঙ্কর যে, কেউ প্রতিবাদ করলেই লাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হয়। বর্তমানে দেশের পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা একবার ভাবুন। গুটিকয়েক সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী ও বখাটে যুবকের জন্য যদি দেশটা রসাতলে যায় তাহলে অবশ্যই আমাদের সম্মিলিতভাবে তাদের প্রতিরোধ করা উচিত।

মোঃ আবু তাহের (লিমন)
চঞ্চলকুঞ্জ, রামনগর, দিনাজপুর

যাহা বায়ান্ন তাহাই তিপান্ন

দুর্নীতিতে আমরা ছিলাম দুই নম্বরে বা তিন নম্বরে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের এবারকার রিপোর্টে এক নম্বরে। এ নিয়ে চলছে বেশ তর্কযুদ্ধ। একদল বলছে এটা ক্ষমতাসীনদের ব্যর্থতা। ক্ষমতাসীনরা বলছে এ রিপোর্ট সঠিক নয়, ত্রুটিপূর্ণ। দুর্নীতির মতো অপরাধে আমরা এক নম্বর না দুই নম্বর এ নিয়ে এমন তর্কযুদ্ধ অবান্তর এবং হাস্যকরও বটে। মন্দের দিক থেকে এই অবস্থান এক নম্বরও যে কথা, দুই নম্বর বা তিন নম্বরও একই কথা। যাহা বায়ান্ন তাহাই তিপান্ন। এক নম্বর না হয়ে দুই বা তিন নম্বর হলেও তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলার কিছুই নাই। আসল কথা বাংলাদেশ সাংঘাতিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত একটি দেশ, যা আমাদের দুর্বলতর অর্থনীতিতে মারাত্মক এক ক্যান্সার বিশেষ। এবং তা কোনো আমলা বিশেষের ব্যাপার নয়। তাই তর্কযুদ্ধ হোক কিভাবে এর প্রতিকার করা যায়। কিভাবে এই রাষ্ট্রীয় চোরদের শায়েস্তা করে দুর্নীতির এক করাল গ্রাস থেকে জাতিকে মুক্ত করা যায়। অন্যথায় চোর হিসেবে আমরা এক নম্বর না দুই নম্বর এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করা জাতীয় বোকামি ছাড়া আর কি।

আবুল হাসেম
ত্রিপলি, লিবিয়া

আমিও একমত

গত ১৫ জুন সাপ্তাহিক ২০০০-এ 'ধর্ষিত স্বদেশ' লেখকের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, রাজনীতি, ব্যবসা, হত্যা, বোমাবাজি এসব বন্ধের জন্য একটি মাত্র পথই খোলা, যেটা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। হাসিনা, খালেদা বা অন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলই হোক না কেন, এসব তাদের স্বার্থে কেউই বন্ধ করবে না। বাংলার অতন্দ্র প্রহরী সেনাবাহিনীই একমাত্র পারে ধ্বংসের রাজনীতি, সন্ত্রাস, হত্যা, দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে স্বদেশকে মুক্ত করতে। হাজারী, তাহের, ওসমান বাহিনীকে নপুংশক করতে আহ্বান জানাচ্ছি বাংলার সেই অতন্দ্র প্রহরীদের, যারা দেশের জনগণের সাথে, দেশের সাথে ওয়াদাবদ্ধ দেশকে রক্ষা করার জন্য।

M.Z. Islam Mithu
Bronshoj, Denmark

সেদিন শেখ হাসিনা

সেদিন 'যায়যায়দিন' পড়ে জানলাম শেখ হাসিনা লন্ডনে আয়োজিত এক সভায় সমস্ত প্রবাসীদের 'রাজাকারের বাচ্চা' বলে অভিহিত করেছেন। ঘটনাটি যদিও অনাকাঙ্ক্ষিত এবং হয়তো এর মীমাংসা ইতিমধ্যে হয়েও গেছে, তথাপি একজন মানুষ হিসেবে এর প্রতিবাদ না করে পারছি না। শুনেছি বয়স বাড়লে মানুষ নাকি উল্টোপাল্টা কথা বলে। উনি কি বয়সের ভারে প্রতিনিয়ত পা-গ-লা-মি করছেন? রাজনীতি করা আমার পেশা নয় তবুও বলছি, উনি '৭১ সালের প্রথম চার মাসে কোথায় ছিলেন? আজকে যদি তার শাসনে এই স্বাধীন দেশে কোনো পাঁচ বছরের মেয়ে ধর্ষিত হতে পারে, তবে সেদিন অস্বাধীন দেশে পাক হানাদারদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে তিনি কিভাবে নিজেকে রক্ষা করেছেন, যেখানে ঐ সময়ে ঢাকার মহিলা হোস্টেলগুলো রাতের অন্ধকারে পাইকারিভাবে গণিকালয় হয়েছিলো? এই সত্যি অনুভব করেই হয়তো শেখ হাসিনা ঐ মন্তব্য করেছেন, যেহেতু জয় ও পুতুল প্রবাসে আছে। আসলে মহানরা ঠিকই বলেছেন– সত্য চাপা থাকে না, কোনো না কোনোভাবেই প্রকাশ পায়।

কামাল খোকন, রিয়াদ

অ ভি নে তা থে কে নে তা

গত ২৯ জুন সংখ্যা সাপ্তাহিক ২০০০-এ গোলাম মোর্তোজার লেখা আসাদুজ্জামান নূর-এর সাক্ষাৎকার পড়লাম। অভিনেতা থেকে নেতা হয়েছেন পৃথিবীর বহু লোক। তারা কথায় ও কাজে মিল রেখেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে তথা আওয়ামী লীগের মত দলে, যাদের লাগামহীন মুখ আর কথার ফুলঝুরি, কাজে ঠন ঠন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় চাটার দল যেখানে বলা যায় সবাই। সে দলের এমপি হয়ে নূর সাহেব কতটা সমাজসেবা করবেন, তা দেখার জন্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর সকল পাঠকের কাছে অনুরোধ এ সংখ্যাটা রেখে দিন। আমরা জানি নূর নির্বাচিত হয়ে আসবেন। তখন মিলিয়ে দেখবেন, নূর সাহেবের কথার সাথে কাজের।

বাকের মাহমুদ, টোকিও, জাপান